শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ ১৫

যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দ

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। শব্দ গঠনের দিক থেকে কোন কোন শব্দের অর্থের খোঁজ পাওয়া যায়। আবার শব্দ বিশ্লেষণে অর্থের রহস্য জানা সম্ভবপর হতে পারে। এভাবে শব্দের গঠন বিশ্লেষণ করে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে। যেমন ঃ 'পাঠক' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, পঠ্ + অক = পাঠক। এর অর্থ যে পাঠ করে। ব্যুৎপত্তি বা গঠনের দিক থেকে এই অর্থ পাওয়া যায়। তাই এই অর্থকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলা হয়।

আবার প্রত্যেক শব্দের ব্যবহারকালে এর একটা বিশেষ অর্থ ধরা হয়। এ ধরনের অর্থকে বলে ব্যবহারিক অর্থ। যেমন ঃ 'হাতি' শব্দটি। একটি বিশেষ জন্তু অর্থে এর ব্যবহার। এখানে শব্দ গঠনের কথা বিবেচনা না করে শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এর ব্যুৎপত্তি বা গঠনের দিক থেকে ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়।—'হাতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এ রকম ঃ হাত + ই = হাতি, এর অর্থ যার হাত আছে। তাহলে 'হাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক নয়। কিন্তু 'পাঠক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক।

ব্যবহারের গুণে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটা ভাষার ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কখনও শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে আসে, আবার কখনও ঘটে প্রসারতা। অর্থের এই বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা অর্থবহ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অর্থের এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করে শব্দের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

শব্দের অর্থের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষার শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ এবং ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

১. যৌগিক শব্দ

যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই সেসব শব্দকে **যৌগিক শব্দ** বলে। যেমন ঃ চালক। এখানে গঠন এভাবে হয়েছে—'চল্' ধাতু + 'অক' প্রত্যয়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যে চালায়'। আর 'চালক' কথাটির ব্যবহারিক অর্থও তাই। পক্ষী= পক্ষ + ইন (যার পক্ষ বা ডানা আছে), মিতালি = মিতা + আলি। (বন্ধুর ভাব)। এ ধরনের আরও উদাহরণ ঃ কর্তা, নর্তক, দয়ালু, ধনী, ছেলেমি, লাজুক ইত্যাদি।

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

যেসব শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন ঃ হাতি। এখানে ব্যুৎপত্তি অর্থ হচ্ছে ঃ হাত আছে যার। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে একটি বিশেষ জন্তু বোঝায়। 'গো'—এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যে গমন করে, কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ হল 'গরু'। তেমনি কুশল (অর্থ—নিপুণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে

কুশ আহরণ করে), শুশ্রূষা (অর্থ—রোগীর সেবা, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শোনার ইচ্ছা), সন্দেশ (অর্থ—মিষ্টান্ন, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সমস্ত দেশ থেকে যা আসে অর্থাৎ খবর), হরিণ (অর্থ—পশু বিশেষ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে হরণ করে), রাখাল (অর্থ—যে গবাদি চরায়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে রাখে বা রক্ষা করে), বাঁশি (অর্থ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বাঁশ দিয়ে তৈরি জিনিস) ইত্যাদি।

৩. যোগরূঢ় শব্দ

যেসব শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অনেক অর্থের মধ্যে বিশেষ একটি বোঝায় তাকে **যোগরূঢ় শব্দ** বলে। যেমন ঃ পঙ্কজ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যা পাঁকে বা কাদায় জন্মে। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ পদ্মফুল। এখানে পঙ্কে আরও অনেক কিছু জন্মালেও 'পঙ্কজ' বলতে শুধু পদ্মফুলই বোঝায়। এ ধরনের শব্দের ব্যবহারিক অর্থ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে আলাদা নয়, কিন্তু তা সঙ্কুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও উদাহরণ ঃ সরোজ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যা সরোবরে জন্মে', ব্যবহারিক অর্থ 'পদ্ম') ; জলদ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যা জল দেয়', ব্যবহারিক অর্থ 'মেঘ') ; অসুখ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'সুখের অভাব', ব্যবহারিক অর্থ—'রোগ') ; সুহৃদ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'সুন্দর হৃদয় যার', ব্যবহারিক অর্থ 'বন্ধু') ; মহাযাত্রা (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— মহাসমারোহে যাত্রা, ব্যবহারিক অর্থ 'মৃত্যু')।

যুগে যুগে বিচিত্র ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থের এই পরিবর্তন ঘটে। এতে কখনও অর্থের সংকোচন, আবার কখনও অর্থের প্রসারণ ঘটে। 'মন্দির' কথাটি আগে 'ঘর' অর্থে ব্যবহৃত হত, বর্তমানে এর অর্থ 'দেবালয়' অর্থাৎ দেবতার ঘর। 'সম্ভ্রান্ত' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'সম্পূর্ণ ভুল', বর্তমান অর্থ 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন'; 'মহাজন' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'মহাপুরুষ', বর্তমান অর্থ 'যে টাকা ধার দেয় ; 'ইতর' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'অন্য', বর্তমান অর্থ 'নীচ'।

ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়। শব্দের অর্থের বিস্তার, সঙ্কোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও রূপান্তর প্রাপ্তির মাধ্যমে অর্থবৈচিত্র্য দেখা দেয়। এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য ভাষার বিশেষ ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

ছড়াকার সুকুমার রায় যখন বলেন ঃ

টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা
পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা।

'খাওয়া' অর্থে 'আহার করা' না বুঝিয়ে এখানে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 'কোন জিনিস নেই' বলাটা সংসারে অমঙ্গলের। তাই বিপরীত অর্থের 'বাড়ন্ত' শব্দ ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ 'প্রচুর'। যেমন ঃ ঘরে চাল বাড়ন্ত অর্থাৎ চাল নেই।

শব্দের অর্থের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

১. অর্থের বিস্তার ঃ আরবি 'কলম' শব্দের অর্থ শর বা নল। কলম ছিল শর বা খাগের লেখনী। এখন যে কোন জিনিসের তৈরি লেখনীর নাম 'কলম'। লেখার কাজে ব্যবহারের তরল পদার্থের রং সাধারণত কাল বলে তাকে 'কালি' বলা হয়। কিন্তু এখন লেখার তরল পদার্থ লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি প্রভৃতি রঙের হলেও তার নাম 'কালি'। 'তৈল' শব্দের অর্থ 'তিলের নির্যাস'। এখন বাদাম, নারকেল, সরিষা, সয়াবিন, কেরোসিন ইত্যাদির সঙ্গে 'তৈল' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে 'বয়কট', 'ডিজেল' প্রভৃতি শব্দ ব্যক্তিনামের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছে।

শব্দের অর্থের বিস্তারের নমুনা

শব্দ	আদি অর্থ	বিস্তারিত অর্থ
ওস্তাদ	গুরু, শিক্ষক	বিশেষ দক্ষ
গবেষণা	গরু অন্বেষণ	বিষয় বিশেষের তত্ত্ব অন্বেষণ
টাকা	রৌপ্য মুদ্রা	ধন, অর্থ, সম্পদ
ডাকাত	যে ডাক দিয়ে যায়	দস্যু
পাণি গ্রহণ	হাত ধরা	বিয়ে
ভাত	সিদ্ধ চাল	জীবিকা
হরতাল	হাটে তালা	ধর্মঘট
কড়ি	কপর্দক	ধন সম্পত্তি
বৎস	গবাদির শিশু	পুত্রাদি (মানব শিশু)
রং	রক্ত বর্ণ	যে কোন বর্ণ
শ্বাপদ	কুকুরের পায়ের মত যার পা	বাঘ ইত্যাদি বনচর শিকারী পশু
রেওয়াজ	রীতি	সুরের আলাপ

২. **অর্থের সঙ্কোচ ঃ** 'বর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বরণীয়', পরে হয়েছে 'উৎকৃষ্ট' বা 'প্রার্থনীয়'। শব্দটির অর্থ এভাবে ক্রমপরিবর্তিত হয়েছে। বরদানার্থ মুদ্রা বা অভিলষিত দক্ষিণা বাহক > কন্যার পতিরূপে বরণীয় বা প্রার্থনীয় > বিবাহার্থী > সদ্যোবিবাহিত ব্যক্তি, পতি। 'সাহেব' শব্দটি আরবি, অর্থ 'শাসনকর্তা' বা 'সম্রাট'। বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে 'প্রভু' বা 'ভদ্রলোক' হিসেবে। অর্থ সঙ্কোচে 'সাহেব' বলতে 'ইউরোপীয় পুরুষ'ও বোঝায়। আরও দৃষ্টান্ত ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	সঙ্কুচিত অর্থ
আম	অদগ্ধ, কাঁচা	ফলবিশেষ
কুকুর	যে খাদ্য গ্রহণ করে	প্রাণীবিশেষ
চিনি	চীন দেশের বস্তু	শর্করা, মিষ্ট চূর্ণ
পতি	পালক / রক্ষক	স্বামী
রমণী	আনন্দদায়িনী	স্ত্রীলোক, পত্নী
সাধু	ভাল লোক	সন্ন্যাসী, বণিক
স্বর্ণ	যার বর্ণ সুন্দর	সোনা

৩. **অর্থের রূপান্তর ঃ** 'অজিন' শব্দের অর্থ 'যা আবরণরূপে ধূলি প্রভৃতি গোপন করে'; এই বিস্তৃত অর্থের স্থলে অজ-শব্দ নিষ্পন্ন বলে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ অর্থ হল 'অজ-সম্বন্ধীয়' বা 'ছাগচর্ম' ; ক্রমে 'অজিন' নতুন অর্থ বিস্তার গ্রহণ করল ঃ গজাজিন, শার্দুল-অজিন, মৃগাজিন—এতে 'অজিন' অর্থ হল 'চামড়া'। এখন 'অজিন' অর্থ 'হরিণের চামড়া'। আরও দৃষ্টান্ত ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	রূপান্তরিত অর্থ
অনটন	ভ্রমণহীন	আর্থিক অভাব
অবকাশ	স্থান, ফাঁক	অবসর
নজর	দৃষ্টি	উপহার
বিজ্ঞান	বিশেষ জ্ঞান	জ্ঞানের বিশেষ শাখা
ব্যক্তি	যা ব্যক্ত হয়	মানুষ
হাত	বাহু	ক্ষমতা
চামচা	চামচ	সুবিধা প্রত্যাশী মোসাহেব

৪. **অর্থের উৎকর্ষ ঃ** 'গোষ্ঠী'র আদি অর্থ গোসমূহের থাকার স্থান' অর্থাৎ যেখানে অনেক গরু থাকে। পরিবর্তিত অর্থ ঃ পরিবার, দল বা সমূহ। আরও উদাহরণ ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	উৎকর্ষমূলক অর্থ
অবাক	বোবা, নির্বাক	বিস্মিত
পুলক	রোমাঞ্চ, লোম খাড়া হয়ে ওঠা	আনন্দ
বাণী	বচন	সারগর্ভ কথা
গোল্লা	গোল বস্তু	মিষ্টান্নবিশেষ
গর্ব	অহংকার	গৌরব
পর্যাপ্ত	পরিমিত	প্রচুর
মধুর	মধুযুক্ত	সুস্বাদু, প্রীতিকর
সংকল্প	সম্যক কল্পনা	শপথ

৫. **অর্থের অপকর্ষ ঃ** 'উজবক' শব্দের অর্থ 'তুর্কি তাতার পরিবারের লোক'। এখন বিশেষ জাতির উচ্চ মর্যাদা লোপ পেয়ে অর্থ হয়েছে 'মূর্খ', 'অসভ্য' বা 'আহাম্মক'। 'ঝি' শব্দটির কন্যার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে—এখন ঝি বলতে দাসী, পরিচারিকা, চাকরানী বোঝায়। আরও দৃষ্টান্ত ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	অপকর্ষসূচক অর্থ
ইতর	অন্য	অসভ্য, ছোট
কুষ্মাণ্ড	কুমড়া	নির্বোধ
খয়ের খাঁ	হিতৈষী, বন্ধু	খোসামুদে

শব্দ	আদি অর্থ	অপকর্ষসূচক অর্থ
ফাজিল	পণ্ডিত	বাচাল
বস্তি	বসতি	অপরিচ্ছন্ন পল্লী
রাগ	আকর্ষণ	ক্রোধ
অপর	অন্য	অনাত্মীয়
ছেঁচড়া	মিশ্রিত ব্যঞ্জন	ধূর্ত
ঠাকুর	দেবতা	পাচক ব্রাহ্মণ
প্রতাপ	যা উত্তপ্ত করে	পীড়ন

অনুশীলনী

১। অর্থের দিক বিচারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ? উদাহরণসহ প্রত্যেকটির সংজ্ঞা লেখ।

২। অর্থ অনুযায়ী বাংলা শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৩। শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার শব্দের উদাহরণ দাও।

৪। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ ঃ যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

৫। অর্থগত দিক থেকে কোনটি কোন জাতের শব্দ উল্লেখ কর ঃ পাচক, দাতা, মিতালি, ভাড়াটে, দারিদ্র্য, হস্তী, অশ্ব, জলদ, পরিবার।

৬। অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ? উদাহরণসহ তাদের সংজ্ঞা দাও।